ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফিচার-২৫

বিশালগড়, ৭ আগস্ট, ২০২৫

চাম্পামুড়ায় রাসায়নিক সার ছাড়া, জল ছাড়া কাউন চাষ

।।কাকলি ভৌমিক।।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ও মজবুত করতে এবং কৃষকদের বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক চাষে আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি কৃষকদের বাড়তি আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বৃষ্টি নির্ভর এলাকার উন্নয়নে কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চাষাবাদ সহ প্রাণীপালনে কৃষকদের আরও উৎসাহিত করে তুলতে, অতিরিক্ত আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে কাজ চলছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের বিশালগড় কৃষি মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকাভিত্তিক ‘‘রেইনফেড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ন্যাশনাল মিশন ফর সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার’’ প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। এই প্রকল্পে ধীরে ধীরে কৃষক ও প্রাণীপালকরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন। এই প্রকল্পে কৃষির একাধিক উপাদান যেমন-প্রাকৃতিক চাষ, ফসল উৎপাদন, উদ্যান পালন, প্রাণীপালন, মৎস্য চাষ, বিভিন্ন লাইভস্টক, বনায়ন, কৃষি ভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রম এবং কৃষি সামগ্রীর বাজারজাতকরণ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মাটি পরীক্ষা, মাটির স্বাস্থ্য কার্ড ভিত্তিক পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, অনুর্বর জমি উন্নয়ন, জলবায়ু অবস্থার জন্য উপযুক্ত ফসল নির্বাচন প্রভৃতি এই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বিশালগড় এগ্রি সেক্টর অফিসার প্রবীর দত্ত জানান, এবছর ১০০ হেক্টর জমিতে একটি ক্লাস্টারভিত্তিক পদ্ধতি (একটি গ্রাম/সংলগ্ন গ্রামের কাছাকাছি এবং বৃষ্টি নির্ভর জমি সংলগ্ন) গ্রহণ করা হয়েছে যাতে লক্ষ্যনীয় প্রভাব অর্জন করা যায়। এর পাশাপাশি স্থানীয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা যায় এবং ভবিষ্যতে বৃহত্তর অঞ্চলে মডেলের প্রতিলিপি তৈরি করা যায়। আইসিএআর কন্টিনজেন্সি প্ল্যান দ্বারা সুপারিশকৃত কৃষি ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক প্রকল্পের সফল ফলাফল সহ সমন্বিত গুচ্ছ প্রকল্প এতে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এছাড়াও শস্য ব্যাংক, জৈববস্তু পুঞ্জ বিআরসি পশুখাদ্য ব্যাংক, গ্রুপ বিপনন প্রভৃতি থাকবে। বিশালগড় কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক হিমানিশ লস্কর জানান, এই প্রকল্পে জলসেচ ছাড়া বিশেষ করে জল ছাড়া কাউন চাল/ধান উৎপাদন করে বৃষ্টিনির্ভর এলাকাগুলিতে কৃষকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। স্বল্প পরিশ্রমে রাসায়নিক সার ছাড়া, জল ছাড়া, চাম্পামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা প্রশিক্ষিত সঞ্জিত বণিক, মানিক দেবনাথ, বিশ্বজিৎ নট্টরা মোট ৩ হেক্টর জমিতে কাউন ধান চাষ করেছেন। প্রতি হেক্টরে কৃষি দপ্তর থেকে ১৫,০০০ টাকা করে তারা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। তারা আশা প্রকাশ করেছেন, কয়েক মাস পরই তারা কাউন চাল বিক্রি করে লাভবান হবেন। এছাড়াও চাম্পামুড়া পাশ্ববর্তী মধ্য লক্ষ্মীবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন বাসিন্দা বিগত ৩ বছর ধরে মিলেট চাষ করছেন।

২য় পাতায়

চলতি অর্থবছরে কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে তাকে ৭৫,০০০ টাকার একটি মিলেট চুড়ানোর মেশিন দেওয়া হয়। সেখানে সমস্ত কাউন ধান চাষীরা বিনামূল্যে ধান ভাঙ্গাতে পারবেন। এছাড়াও উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণের জন্য বিশালগড় ন্যাচারাল ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানী প্রয়োজনীয় সহায়তা করছে। এছাড়াও বৃষ্টি নির্ভর এলাকাগুলোতে কৃষকদের অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি করতে এবং প্রাণীপালনে উৎসাহিত করতে গত জুলাই মাসে চাম্পামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫ জনকে জনপ্রতি ৩০,০০০ টাকা মূল্যের মেইল এবং ফিমেল ছাগল দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পুরাথল রাজনগর এবং এনসিনগরেও ২৫ জনকে ৩০,০০০ টাকা মূল্যের ছাগল দেওয়া হয়েছে। চাম্পামুড়া গ্রামের বাসিন্দা সবিতা লস্কর, সাবিত্রি ভৌমিক সহ অন্যান্যরা ছাগল পেয়ে খুশিতে জানান, ছাগল খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। এদের প্রজননের মাধ্যমে আর্থিক স্বাবলম্বীতাও আসবে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের ‘‘রেইনফেড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ন্যাশনাল মিশন ফর সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার প্রকল্প’’ কৃষি ও প্রাণীপালনে এনসিনগর, পুরাথল রাজনগর, চাম্পামুড়া, মধ্য লক্ষ্মীবিল প্রভৃতি গ্রামগুলোতে আশার সঞ্চার করেছে। সঞ্জিত বণিক, মানিক দেবনাথ, বিশ্বজিৎ নট্ট, সবিতা লস্কর, সাবিত্রি ভৌমিকদের এই প্রকল্প একদিন তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এক নতুন দিশা নিয়ে আসবে।

****

B.D